**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**

**যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়**

**বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন**

**জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরাতন ভবন (৪র্থ তলা)**

**৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।**

**বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের ৮ম বোর্ড সভার** কার্যবিবরণী

সভাপতি : ড. শ্রী বীরেন শিকদার, এম.পি

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

ও

চেয়ারম্যান

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন

সভার তারিখ : ২৭ এপ্রিল ২০১৭

সভার সময় : দুপুর ১২-৩০ ঘটিকা

সভার স্থান : সম্মেলন কক্ষ, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি টাওয়ার) ।

সভার শুরুতে সভাপতি ও ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান উপস্থিত পরিচালনা বোর্ডের সকল সদস্য ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। প্রথমেই তিনি বোর্ডের সদস্য-সচিব ফাউন্ডেশনের সচিবকে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের অনুরোধ জানান। সভাপতির নির্দেশক্রমে সদস্য-সচিব আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ উপস্থাপন করেন। অতঃপর সভায় নিম্নোক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০১। **বিগত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন**

সদস্য-সচিব উল্লেখ করেন যে, ০৭-০৪-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ফাউন্ডেশনের ৭ম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরণীর বিষয়ে কোন আপত্তি, সংশোধন বা সংযোজনের প্রস্তাব উত্থাপিত না হওয়ায় সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত কার্যবিববরণী অনুমোদন ও দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

২। **ফাউন্ডেশনের সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল সৃজন এবংনিয়োগ প্রবিধানমালার খসড়া অনুমোদন**

সদস্য-সচিব সভায় জানান যে, ফাউন্ডেশনের ৭ম বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাংগঠনিক কাঠামো ও চাকুরী প্রবিধানমালার প্রস্তাব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ছক অনুযায়ী সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল মঞ্জুরীর প্রস্তাব এবং একই মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ সার্কুলারের নির্দেশনা অনুযায়ী মডেল প্রবিধানমালার আলোকে প্রস্তুতকৃত কর্মচারী নিয়োগ প্রবিধানমালার খসড়া সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়। আলোচনায় অংশ নিয়ে ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারম্যান ও সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামোতে ৩৭টি পদ মঞ্জুরীর প্রস্তাব করা হয়েছে যা বাস্তবতার আলোকে পুনঃনিরীক্ষন করতঃ প্রস্তাবের স্বপক্ষে গ্রহণযোগ্য যৌক্তিকতা প্রদর্শন করা প্রয়োজন। অন্যথায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাব অনুমোদন করা সম্ভব হবে না। এ প্রসঙ্গে ফাউন্ডেশনের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান ও মাননীয় উপমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় উল্লেখ করেন যে, আইনে উল্লিখিত ফাউন্ডেশনের সকল কার্যাবলী সম্পাদনের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে উপযুক্ত যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে জনবল সৃজনের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এ প্রসংগে সভাপতি সাংগঠনিক কাঠামো ও চাকুরী প্রবিধানমালার বিষয়ে নীতিগতভাবে ঐক্যমত্য পোষন করেন। তিনি সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়- এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করার এবং উক্ত কমিটি কর্তৃক সাংগঠনিক কাঠামো ও কর্মচারী প্রবিধানমালা বাস্তবতার আলোকে পুনঃনিরীক্ষাপূর্বক গ্রহণযোগ্য যৌক্তিকতা সহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

**সিদ্ধান্তঃ** সাংগঠনিক কাঠামো সৃজন ও কর্মচারী প্রবিধানমালা পুনঃনিরীক্ষার জন্য নিম্নরূপভাবে একটি কমিটি গঠন করা হল। উক্ত কমিটি বাস্তবতার আলোকে বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতঃ উপযুক্ত যৌক্তিকতা সহ প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করবেনঃ

(ক) সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় - আহ্বায়ক

(খ) যুগ্ম সচিব (ক্রীড়া), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় - সদস্য

(গ) পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর - সদস্য

(ঘ) সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ - সদস্য

(ঙ) সচিব, বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন - সদস্য

৩। **ফাউন্ডেশনের তহবিল বৃদ্ধিকল্পে গৃহীত কার্যক্রম পর্যালোচনা**

**সদস্য-সচিব সভাকে অবহিত করেন যে,** ফাউন্ডেশনের তহবিল বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিডমানি হিসেবে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর ২৫ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে একটি সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়। এর প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখের পত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৩০.১০.২০১৪ তারিখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত ফাউন্ডেশন সম্পর্কিত সদয় দিকনির্দেশনা সমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি সহ পুনরায় সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করতে বলা হয়েছে। সভায় আরও জানানো হয় যে, ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় দিকনির্দেশনা অনুযায়ী বিত্তবানরা অনুদান প্রদান করলে করমুক্ত রাখার বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া ফাউন্ডেশনের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারী কোম্পানীর CSR খাত হতে অনুদান পাওয়ার বিষয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং একই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী বরাবর আধাসরকারী পত্র প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এ প্রসংগে ভাইস চেয়ারম্যান ও সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের নিকট ফাউন্ডেশনের তহবিল বৃদ্ধির বিষয়ে প্রস্তাবনা/মতামত আহ্বান করেন। কমিটির সদস্য জনাব মোঃ হারুনুর রশিদ সরকারের নিকট হতে উপযুক্ত জমি প্রাপ্তি ও সেই জমিতে সরকারী প্রকল্পের মাধ্যমে বহুতল ভবন নির্মাণ করে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধির প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। কমিটির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান ও মাননীয় উপমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ফাউন্ডেশনের তহবিল বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকে এককালীন সিডমানি বরাদ্দের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট সকলের সাক্ষাতের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। এছাড়া জাতির পিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফাউন্ডেশনের বিষয়ে প্রচারণা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫০ জন বিশিষ্ট ক্রীড়াসেবীকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে এককালীন অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠান আয়োজনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। সভার সভাপতি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী তহবিল বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিডমানি হিসেবে এককালীন সরকারী বরাদ্দ প্রাপ্তির বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বরাবর পুনরায় সার-সংক্ষেপ প্রেরণ, সরকারের নিকট হতে জমি বরাদ্দ নিয়ে বহুতল ভবন নির্মাণ করে বাণিজ্যিক ব্যবহারের বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করণ এবং CSR খাত হতে অনুদান পাওয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে যথাযথ যোগাযোগ জোরদার করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ ফাউন্ডেশনের তহবিল বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিডমানি হিসেবে এককালীন সরকারী বরাদ্দ প্রাপ্তির বিষয়ে চাহিত তথ্যাদিসহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদনের জন্য পুনরায় সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করতে হবে। বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী মালিকানাধীন কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের CSR খাত হতে অনুদান পাওয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে যথাযথ যোগাযোগ জোরদার করতে হবে। ফাউন্ডেশনের আয়বর্ধক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সরকারের নিকট হতে জমি বরাদ্দ নিয়ে বহুতল ভবন নির্মাণ করে তা বাণিজ্যিক ব্যবহারের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে।

৪। **এনএসসি টাওয়ারে ফাউন্ডেশনের অফিসের জন্য নামমাত্র ভাড়ায় স্থান বরাদ্দ**

সদস্য-সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়ার পর ২০১২ সালে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পুরাতন ভবনের চতুর্থ তলায় এর অফিস স্থাপন করা হয়। উক্ত ভবনে অফিসের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যুনতম সুযোগ-সুবিধার অভাব বিদ্যমান। তাছাড়া উক্ত ভবনে ক্রীড়াবিদদের আবাসন ও অনুশীলনের ব্যবস্থা চালু থাকায় অফিসের পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। ফাউন্ডেশনের ২৩-০১-২০১৭ তারিখের পত্রের মাধ্যমে এনএসসি টাওয়ারে ফাউন্ডেশনের অফিসের জন্য নামমাত্র ভাড়ায় স্থান বরাদ্দের অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আলোচনায় সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ উল্লেখ করেন যে, এনএসসি টাওয়ারে বর্তমানে একাধিক সরকারী দপ্তরকে প্রতি বর্গফুট মাসিক ৬০ টাকা হারে ভাড়া প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে হ্রাসকৃত/নামমাত্র ভাড়ায় ফাউন্ডেশনকে স্থান ভাড়া প্রদান করা হলে অন্যান্যদের নিকট হতে ভাড়া আদায় ব্যাহত হতে পারে এবং এর ফলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আয় হ্রাস পেতে পারে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বর্তমান অফিস ভবনের সুযোগ-সুবিধাদি বৃদ্ধি করে অফিসের পরিবেশ উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং এ বিষয়ে যুগ্ম সচিব (ক্রীড়া) কে সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও সচিব, বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন সহ সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ যুগ্ম সচিব (ক্রীড়া), যু্ব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও সচিব, বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন সহ সরেজমিনে পরিদর্শন করে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পুরাতন ভবনের সুযোগ-সুবিধাদি বৃদ্ধি করে অফিসের পরিবেশ উন্নয়নের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে বাড়তি কক্ষ/স্থান প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত ভাড়া প্রদান করতে হবে।

৫। **ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম বৃদ্ধি এবং নীতিমালা সংশোধন।**

সদস্য-সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিগত ০৩-০১-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ক্রীড়াসেবীদেরকে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রদেয় অনুদান বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রদানের বিষয়টি আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতঃ মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় দিক-নির্দেশনার জন্য উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ প্রসংগে ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারম্যান ও সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের সুদের হার কমে যাওয়ায় দুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবীদের অনুদানের পরিমান প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হয়ে পড়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে চলমান অনুদান প্রদান চালু রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে। একজন ক্রীড়াসেবীদের প্রয়োজনের সময় উপযুক্ত সহায়তা প্রদান করা সম্ভব না হলে ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকবৃন্দ অনিশ্চয়তায় ভোগার কারণে ক্রীড়া ক্ষেত্রে পেশাদারিত্বের অভাব পরিলক্ষিত হতে পারে। তাই মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, দুস্থ ভাতা ইত্যাদির ন্যায় সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় দুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবীদের নিয়মিত ভাতা প্রদানের বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটি প্রস্তাবনা তৈরীর বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।

সদস্য-সচিব আরও উল্লেখ করেন যে, বিগত ০৩-০৩-২০১৩ তারিখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত ফাউন্ডেশনের নীতিমালায় অনুদান প্রাপ্তির যোগ্যতা হিসেবে প্রার্থীর বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ৪০,০০০/- টাকা মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে যা বাস্তবতার নিরিখে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বিষয়টি নিয়ে সভায় আলোচনায় উক্ত বার্ষিক আয়ের পরিমাণ কমপক্ষে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা নির্ধারণের অভিমত পোষন করা হয়। সভায় আরো উল্লেখ করা হয় যে, বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১১ (২০১১ সালের ৩নং আইন) এর ধারা ৭(ক) এ ফাউন্ডেশন কর্তৃক বিশিষ্ট দুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবী এবং তাদের পরিবারের জন্য, ক্ষেত্রমত, পুরস্কার, অনুদান, চিকিৎসা, আর্থিক সহায়তা বা বৃত্তি প্রদানের নীতিমালা প্রণয়নের বিধান রয়েছে। কিন্তু যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৩.০৩.২০১৩ তারিখে অনুমোদিত নীতিমালায় একমাত্র ক্রীড়াসেবীদের এককালীন ভাতা ও অনুদান প্রদানের বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই ফাউন্ডেশনের সামগ্রিক কার্যাবলী সম্পাদনের বিধান অন্তর্ভুক্ত করে নতুন করে নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্তঃ সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় দুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবীদের নিয়মিত ভাতা প্রদানের বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটি প্রস্তাবনা/সুপারিশমালা প্রস্তুত এবং বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১১ এর বিধান অনুযায়ী ফাউন্ডেশন কর্তৃক বিশিষ্ট দুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবী এবং তাদের পরিবারের জন্য, ক্ষেত্রমত, পুরস্কার, অনুদান, চিকিৎসা, আর্থিক সহায়তা বা বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন করার জন্য নিম্নরূপভাবে একটি কমিটি গঠন করা হল। কমিটি দ্রুততম সময়ে বিষয়টি পর্যালোচনা করে আগামী ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে সুপারিশ ও খসড়া নীতিমালাসহ একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

(ক) যুগ্ম সচিব (ক্রীড়া), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় - আহ্বায়ক

(খ) পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর - সদস্য

(গ) সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ - সদস্য

(ঘ) সচিব, বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন - সদস্য

(ঙ) পরিচালক , ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান - সদস্য

(চ) জনাব মোঃ হারুনুর রশিদ, প্রাক্তন জাতীয় সংসদ সদস্য - সদস্য

(ছ) জনাব বাদল রায়, সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন - সদস্য

কমিটি প্রয়োজনবোধে আরো সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

**৬। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ক্রীড়াসেবীদের এককালীন অনুদান প্রদানের অনুমোদন**।

সদস্য-সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এককালীন অনুদানের জন্য মোট ১৩২৯ জন ক্রীড়াসেবীর নিকট হতে আবেদন পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে বাছাই কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই করে ৬৩০ জনকে অনুদান প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে। কমিটির সদস্য জনাব বাদল রায় উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে জেলা পর্যায় থেকে অনুদানের আবেদন প্রেরণকালে জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে যথাযথভাবে সম্পৃক্ত না করায় অনেক সময় যথাযথভাবে ক্রীড়াসেবী বাছাই করা সম্ভব হয় না। তিনি এ বিষয়ে জেলা ক্রীড়ার সম্পাদককে যথাযথ সম্পৃক্ত করার অনুরোধ জানান। সভায় বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ৬৩০ (ছয়শত ত্রিশ) টি আবেদনের অতিরিক্ত ০৭ (সাত) টি আবেদনের বিষয় আলোচনা করে উল্লেখিত ০৮ (আট) টি আবেদন বিবেচনার অভিমত পোষন করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এককালীন অনুদানের আবেদনকারী মোট ১৩২৯ জন ক্রীড়াসেবীর মধ্য হতে বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ৬৩০ জনসহ সর্বমোট ৬৩৮ (ছয়শত আটত্রিশ) জন ক্রীড়াসেবীকে (পরিশিষ্ট ‘ক’) ১৫,০০০/০০ টাকা হারে এককালীন অনুদান প্রদানের অনুমোদন করা হল। ভবিষ্যতে জেলা পর্যায় হতে অনুদানের আবেদন প্রেরণকালে সম্পাদক, জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে যথাযথভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে।

৭। **২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে আয়-ব্যয় অনুমোদন**।

সদস্য-সচিব ফাউন্ডেশনের ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে আয় ও ব্যয়ের হিসাব বিবরণী উপস্থাপন করেন (পরিশিষ্ট-‘খ’)। তিনি উল্লেখ করেন যে, উক্ত হিসাব সিভিল অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষা করা হয়েছে। সভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনার পর উক্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী অনুমোদনের অভিমত পোষন করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ ফাউন্ডেশনের ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী (পরিশিষ্ট ‘খ’) অনুমোদন করা হল।

**৮। ফাউন্ডেশনের অবসর ছুটিতে গমণকারী কর্মচারীর অবসর সুবিধাদি অনুমোদন।**

সদস্য-সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, ফাউন্ডেশনের কম্পিউটার অপারেটর জনাব আব্দুল মতিন ইবনে হোসেনের বয়স ৫৯ বছর পূর্ণ হওয়ায় গত ০৩-০১-২০১৭ তারিখে অবসরোত্তর ছুটিতে গমন করেছেন। তিনি প্রচলিত বিধি মোতাবেক প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের অর্থ চূড়ান্ত উত্তোলন, ছুটি নগদায়ন এবং আনুতোষিক মঞ্জুরীর জন্য আবেদন করেছেন। অবসর উত্তর ছুটি মঞ্জুর করার পর তাঁর ১৬ (ষোল) মাসের গড় বেতনে ছুটি পাওনা আছে। প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে মোট ৫,৮২,৩১১/- টাকা জমা রয়েছে। ফাউন্ডেশনের তাঁর মোট চাকুরী কাল ২১ বৎসর এবং তাঁর সর্বশেষ গৃহিত মূলবেতন ২৪৮৭০/- টাকা। সভায় আলোচনার পর প্রচলিত বিধি মোতাবেক উল্লিখিত অবসর সুবিধাদি প্রদানের বিষয়ে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

সিদ্ধান্তঃ জনাব আব্দুল মতিন ইবনে হোসেন এর পাওনা ১৬ (ষোল) মাসের ছুটি নগদায়নের অনুমোদন প্রদান করা হল। প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে রক্ষিত ৫,৮২,৩১১/- টাকা চূড়ান্ত উত্তোলনের অনুমোদন প্রদান করা হল। প্রতি বছর চাকুরির জন্য ২ (দুই) মাস হিসেবে ৪২ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ ১০,৪৪,৫৪০/- আনুতোষিক হিসাবে প্রদানের অনুমোদন প্রদান করা হলো।

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত ২৯-০৫-২০১৭

ড. শ্রী বীরেন শিকদার, এম.পি

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

ও

চেয়ারম্যান

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন

নং-৩৪.০৫.০০০০.০০০.০৬.০১০.১৩-১৪৯ তারিখঃ ৩০ মে ২০১৭।

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

|  |
| --- |
| ০১। বেগম মাহবুব আরা গিনি, এমপি, মাননীয় হুইপ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা। |
| ০২। যুগ্মসচিব (ক্রীড়া), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। |
| ০৩। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জিরানী বাজার, সাভার, ঢাকা। |
| ০4। সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, এনএসসি টাওয়ার, ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। |
| ০৫। পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর, মওলানা ভাসানী হকি ষ্টেডিয়াম, ঢাকা। |
| ০৬। উপ-সচিব (ক্রীড়া), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।  ০৭। জনাব মোঃ হারুনূর রশীদ, প্রাক্তন সংসদ সদস্য, বাসা-#৭১, ফ্ল্যাট-#৩/বি-১, রোড-#৮/এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা।  ০৮। সভানেত্রী, বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা।  ০৯। জনাব বাদল রায়, সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন, বাফুফে ভবন, আরামবাগ, মতিঝিল আ/এ ঢাকা।  অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ  ১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সদয় অবগতির জন্য)।  ২। মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সদয় অবগতির জন্য)।  ৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সদয় অবগতির জন্য)।  ৪। নির্বাহী কর্মকর্তা, বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন, ঢাকা।  ৫। জনসংযোগ কর্মকর্তা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।  ৬। সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন, ঢাকা।  ৭। অফিস কপি।  স্বাক্ষরিত ৩০-০৫-২০১৭   |  | | --- | | **আনিস মাহমুদ**  সচিব (যুগ্মসচিব) | |